খোরাসানের জন্য একটি ফাতওয়া

দাবিক ১০ হতে সংকলিত

খোরাসানের জন্য একটি ফাতওয়া

উলাইয়াহ খোরাসান থেকে এই প্রশ্নটি আমাদের কাছে আসে এবং একজন সম্মানিত ভাইয়ের কাছে উত্তর দেয়ার জন্য তা পেশ করা হয়। আমরা এই ফাতওয়া এখানে প্রকাশ করছি, যাতে অন্যান্যরা এ থেকে উপকৃত হতে পারেন।

চিঠি: আমার সম্মানিত ভাই, আপনি কেমন আছেন? আপনার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন আছে? আল্লাহ যেন আপনাকে সিরাতুল মুস্তাক্বিমের উপর অটল রাখেন এবং তিনি যেন আপনাকে হিদায়াত আর সুস্বাস্থ্য দানের মাধ্যমে রহমত দান করেন।

আমার সম্মানিত ভাই, আমি আশা করি আপনি একটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন, যা তালিবানের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাস করেন, যিনি দাওলাতুল ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান এবং খালিফাহ আবু বকর আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)-এর প্রতি বাইয়াহ প্রদান করতে চান, কিন্তু তিনি নিম্নক্ত প্রশ্নের উত্তর চান এবং আমরা আমাদের সর্বচ্চ ক্ষমতা দ্বারা তার উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন: "যদি আমির (তিনি মোল্লা 'উমারকে ইঙ্গিত করেন) এখনো বর্তমান থাকেন, তাহলে দ্বিতীয় আমির এবং দ্বিতীয় খালিফাহ বৈধ নন, কারণ আবু সা'ইদ আল খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহ) মুসলিম শরীফে বর্ণনা করেন, 'যদি দুই জন খোলাফাহ'র (খালিফাহ'র বহুবচন) কাছে বাইয়াহ প্রদান করা হয়, তাহলে দুই জনের দ্বিতীয় জনকে হত্যা করো।' আমিরুল মু'মিনিন (তিনি মোল্লা 'উমারকে ইঙ্গিত করেন) সন্দেহাতীত ভাবে এক সময় একজন আমির ছিলেন কিন্তু যদিও আমরা ধরে নেই যে, তিনি নিহত হয়েছেন, তাহলে তা নিশ্চিত হওয়া কি একটা শর্ত নয়, যাতে লোক একজন নতুন একজন ইমাম (তিনি শায়খ আবু বকর আল-বাগদাদীকে ইঙ্গিত করেন) এর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে জানতে পারে এবং তাঁর প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। যদি আমরা ধরে নেই আমির (তিনি মোল্লা 'উমারকে ইঙ্গিত করেন) এখনো জীবিত আছেন, তাহলে দ্বিতীয় ইমাম (তিনি শায়খ আবু বকর আল-বাগদাদীকে ইঙ্গিত করেন) এর নিযুক্ত করণ প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এই ব্যাপারে একটি সমাধানে আসা দরকার।"

আমার সম্মানিত ভাই, আমি যত দ্রুত সম্ভব উক্ত প্রশ্নে জবাব প্রদান করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনাকে জিহাদ এবং ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি মহাজগৎকে একটি অটল এবং বিচক্ষণ ব্যবস্থার উপর সৃষ্টি করেছেন। সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সকল রাসূলগণের উপর, যারা ছিলেন জাতি সমূহকে সরল পথ প্রদর্শনকারী। বিশেষ করে, সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক আমাদের মহান নবীর প্রতি, যাকে আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাদের প্রজ্ঞার সিঁড়ি বেয়ে জান্নাত সমূহের দিকে আরোহণ করানোর জন্য এবং তাদের দুনিয়াবি এবং পরকালীন অবস্থার উন্নতি করানোর জন্য। অতঃপর:

- আল্লাহ আমাদের এবং আপনাকে আল্লাহর এবং তাঁর

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কালাম বুঝার তাওফিক দান করুন- আপনার জানা উচিৎ যে, সার্বজনীন শরীয়তী ইমামত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি শরীয়াহ'র লিখিত দলিল এবং উলামাদের বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখকৃত শর্ত এবং যোগ্যতার মাপকাঠিতে গ্রহণ যোগ্য। ইমাম সকল মুসলিমদের প্রতি হতে পারেন এবং তিনি সার্বজনীন ইমাম বা খালিফাহ হিসেবে অভিহিত হন। পদমর্যাদা এবং ইমামতের প্রকৃতি অনুসারে এই আমিরের সার্বজনীন প্রভাব রয়েছে; এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব। এই ধরণের ইমামত হচ্ছে এমন বিষয়, যার দ্বারা সমগ্র উম্মতের উপর একজন খালিফাহ নিযুক্ত করার ওয়াজিব আদায় হয় এবং তাঁর মাধ্যমে এই ওয়াজিব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হচ্ছে সকল আয়াত এবং হাদিস সমূহের উদ্দেশ্য, যেখানে একজন ইমাম এবং খালিফাহ নিযুক্ত করার আদেশ এবং পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যেমন "তারপর সেখানে আসবে নবুয়তের আদলে খিলাফাহ," এবং হুদাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহ) হতে বর্ণিত হাদিস "মুসলিমদের এবং তাদের ইমামের জামাতের সাথে লেগে থাক," তাছাড়া অন্য হাদিসে "যদি দুই জন খোলাফাহ'র কাছে বাইয়াহ প্রদান করা হয়, তাহলে দুই জনের দ্বিতীয় জনকে হত্যা করো," এবং অন্যান্য দলিল যা সার্বজনীন ইমাম অথবা খালিফাহ'র ব্যাপারে যিনি যাবতীয় শর্ত এবং যোগ্যতার মাপকাঠিকে পূরণ করত বর্ণনা সমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধিকারী হন। যেমনটা ছিলে চার হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফাহ, তার সাথে আল-হাসান ইবন 'আলী ইবন আবি তালিব, মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর, 'উমার ইবন 'আব্দিল-'আজিজের খিলাফাহ এবং অন্যান্যদের [উমাইয়্যা এবং আব্বাসি খোলাফাহগণ] ক্ষেত্রে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, ইমাম বা আমির কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা ভূমির জন্য নিযুক্ত হন, এক্ষেত্রে তিনি হবেন একজন আঞ্চলিক নেতা যার ক্ষমতা ঐ নির্দিষ্ট এলাকাকে অতিক্রম করে না, যেমনটা ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করেছেন, যখন ৬৪ হিজরি সনে মু'ওয়াবিয়া ইবন ইয়াজিদের সমসাময়িক খালিফাহ মারা যান, তখন দামেস্কের জনগণ তাদের নিজেদের যাবতীয় বিষয়াদি দেখাশুনার জন্য আদ-দাহ্হাক ইবন ক্বায়সকে অন্তর্বর্তীকালীন আমির নিযুক্ত করেন, যতক্ষণ না একজন সার্বজনীন ইমাম বাইয়াহ প্রাপ্ত হন। একজন সার্বজনীন ইমামের অনুপস্থিতি এবং বিশেষ জরুরত ছাড়া এই রকম নেতৃত্ব বৈধ নয়। রাজনৈতিক এবং শরীয়তী শূন্যস্থান পূরণ এবং শরীয়তী আইন যতদূর সম্ভব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এরকম করা হয়। শর'ই শাসনতন্ত্রের অনেক উলামা এই রকম পরিস্থিতিতে এই রকম ইমাম নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন আল-জুওয়ানী তাঁর পুরষ্কার প্রাপ্ত "গ্বিয়াতুল উমাম" বইয়ে বলেন, "ইমামতের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ জনগণের পরিস্থিতির উন্নয়ন, তাদের বিষয়াদির পরিকল্পনা এবং তাদের সীমানার প্রতিরক্ষা।"

"অতঃপর, যদি মাত্র একজন ইমামকে নিয়োগ করা সম্ভব হয় এবং তার আদেশ সম্পাদিত হয়, তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাই হচ্ছে সর্বোত্তম। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে যাদের কাছে ইমামের তত্ত্বাবধান পৌঁছায়নি তাদের পরিত্যাগ করা অথবা অবজ্ঞা করা সঠিক নয়, কারণ এতে তাদেরকে একত্রিত করার জন্য কোন নেতা থাকবে না বা তাদের অসৎ কাজে বাধা দেয়ার জন্য কেউ থাকবে না। এক্ষেত্রে তারা মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করবে, যাদের কাছে তারা নেতৃত্বের জন্য ধাতস্থ হবে। যদি তারা নেতৃত্ব হীন হিসেবে অবস্থান করে, তাহলে তারা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে আর তা স্পষ্টত প্রতীয়মান এবং অপ্রতিরোধ্য।"

যদি পূর্বে খিলাফাহ'র অনুপস্থিতি না থাকতো, তাহলে এইসব আঞ্চলিক নেতৃত্ব অথবা ছোট ছোট দল তৈরি এবং অস্তিত্বে থাকার কোন শর'ই যৌক্তিকতা থাকতো না। তদুপরি, উম্মাহ'র উপর ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের অনুসারে একজন ইমাম এবং খালিফাহ নিয়োগ করা এবং তাদের শরীয়তী আইন-কানুন মানতে বাধ্য করা। এর কারণ হচ্ছে, খালিফাহ হচ্ছেন ওজুর জন্য পানির মতো, যা মৌলিক নিয়ম এবং আঞ্চলিক নেতার হচ্ছেন তায়াম্মুমের মতো, যা মৌলিক বস্তুর অনুপস্থিতিতে বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যখন মৌলিক বস্তুর উপস্থিত থাকে, তখন বিকল্প বস্তু গ্রহণ যোগ্য নয়। অতঃপর, যখন খালিফাহ নিযুক্ত হন, তখন এর বাহিরে অন্যান্য সকল বাইয়াহ এবং নেতৃত্ব বাতিল হিসেবে গণ্য হয়। এই কারণে আল-জুওয়াইনী উপরোক্ত তাঁর বক্তব্যের পর বলেন, "যদি প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয় এবং ইমাম জনগণের তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম হন, তাহলে (আঞ্চলিক) নেতাকে নিজের এবং তার বিষয়াদি সমূহের ব্যাপারে অবশ্যই ইমামের আনুগত্য করতে হবে আর শান্তিপূর্ণভাবে তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা। ইমামের উচিৎ তাদের ওজর সমূহ গ্রহণ করা এবং তাদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করা। যদি তিনি (ইমাম) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনি তাদের ইতিমধ্যে নিয়োগ কৃতদের পুনর্নিয়োগ করবেন, তাহলে তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি মনে করেন, তাদের পরিবর্তন করা উত্তম, তাহলে তাঁর মতামত অনুসরনীয় হবে এবং তারা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে।"

যদি উক্ত বিষয় উপলব্ধি করা হয় তাহলে বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, শায়খ আবু বকর আল-হোসাইনী আল-বাগদাদী এবং মোল্লা 'উমারের ইমামতের ন্যায়সঙ্গত আর যথাযথ বর্ণনার মধ্যে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে, যেহেতু কোন কিছু পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি অনুধাবন না করে তার

মোল্লা 'উমারের তথাকথিত ইমারতের জাতীয়তাবাদী সীমানা

ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সেহেতু, মোল্লা 'উমারের নেতৃত্বের ঘোষণাপত্র সমূহ, বিবৃতি, আচরণ এবং প্রকৃতি সন্দেহাতীত ভাবে প্রকাশ করে যে, তা জাতীয়তাবাদী, আঞ্চলিক নেতৃত্ব এবং তা সাধারণ ইমামতের সাথে সম্পর্কিত হুকুম, দায়-দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা সমূহকে পূরণ করে না। যদি মোল্লা "উমার তার বিবৃতিতে বলেন, "ইমারতে আফগানিস্তান পারস্পারিক মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিবেশী দেশ সমূহের সাথে দ্বি-পাক্ষিক এবং গঠন মূলক সম্পর্ক তৈরিতে বিশ্বাসী... আমরা প্রতিবেশী দেশ সমূহকে নিশ্চিত করছি যে, ইমারত কাউকে নিজের বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না এবং তাদের বিষয়াদিতে নিজে হস্তক্ষেপ করবে না।" [ঈদ-উল-আযহা, ১৪৩০ হিজরি উপলক্ষে অভিনন্দন বার্তা], তাহলে তা অতি পরিষ্কার যে, এই লোক সাধারণ শর'ই খিলাফাহ- যার তত্ত্বাবধায়ন সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব ফেলে এবং সকল ইসলামী বিশ্বকে কাফির এবং মুরতাদ সরকারদের কাছ থেকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালায়- এরকম খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করছে না। বরং, তার আন্দোলন দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমা রেখার মধ্যে একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রচেষ্টা করছে। এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়, তার অপর এক বিবৃতিতে যেখানে তিনি তার ভূমির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেন যে, তা হবে "সম্পূর্ণরূপে ইসলামী এবং আফগানী প্রকৃতির" এবং তা উপভোগ করবে "একটি জাতীয়তাবাদী শর'ই ব্যবস্থা ... এবং জাতির ভূমির সমূহের একতাবদ্ধতা বজায় রাখবে।" [ঈদ-উল-আযহা, ১৪৩৩ হিজরি উপলক্ষে অভিনন্দন বার্তা]। উপরোক্ত দলিল সমূহ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, এই রাষ্ট্র শুধু আফগানিস্তানকে শাসন করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তা প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের কোন বিরোধে নিজেকে যুক্ত করবে না বলে নিশ্চিত করে। যা সাধারণ ইমামতের লক্ষ্যকে অস্বীকার করে -যা পৃথিবীর সকল মুসলিমদের সারীকে একতাবদ্ধ করতে এবং তাদের সকল বিষয়াদি এবং সমস্যার দেখাশুনা কারতে প্রচেষ্টা চালায়, তদুপরি তা নবুয়তের আদলে সরাসরি তাদের উন্নয়ন এবং সংশোধনে নিজেকে নিযুক্ত করে আর তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে।

তাছাড়া এই সকল বিবৃতি এবং ঘোষণা সমূহ শর'ই মূলনীতিকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে, যা কুফফারদের যেখানে পাওয়া যায় সেখানে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে ও তাদের সকলের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করতে আদেশ দেয় এবং বর্তমান যুগের রাজনৈতিক তথ্যানুসারে তাদের প্রতি বিস্মৃতি প্রবণ এবং মিথ্যা অর্থবোধক বক্তব্য না দিতে আদেশ করে। মুশরিকদের সাথে শত্রুতা প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি শত্রুতা আর ঘৃণা প্রকাশ না করা পর্যন্ত যদি কোন একজন সাধারণ মুসলিমের দ্বীনও কপটতা মুক্ত না হয় –যদিও সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং শিরক পরিত্যাগ করে- তাহলে কেমন করে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী একটি দলের জন্য তাদের রাজনৈতিক বার্তা সমূহে এই মহান দ্বীনী দায়িত্ব পালন করতে ক্ষীণতা প্রকাশ করা বৈধ হয়? [১]

১ সম্পাদকের নোট: বাস্তবে এই বিষয়টি মোল্লা 'উমারের আঞ্চলিক নেতৃত্ব কিংবা কোরাইশী না হওয়ার চেয়েও অনেক বড়, কিন্তু আমাদের ভাই তাঁর কাছে আগত প্রশ্ন অনুসারে উত্তর প্রদান করেছেন এবং "ইমারাতের" যে কিছু সংখ্যক বিষয় তাঁর কাছে পৌঁছেছে তা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে আরও জানতে, আবু মায়সারাহ আশ-শামী এর "ফাদিহাত আশ-শাম ওয়া কাসর আল-আসনাম (শামকে অনবৃতকরণ এবং মূর্তি সমূহের ধ্বংস করন)" দেখুন।

খোরাসানের মোজাহিদিনদের খালিফাহ'র প্রতি বাইয়াহ প্রদান

অন্যদিকে, দাওলাতুল ইসলামের খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা, মুসলিমদের জন্য একজন খালিফাহ নিয়োগ, ইসলামী বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এর বিস্তৃত বরকতময় ভূমি সমূহে প্রভাব বিস্তার, অন্যান্য ভূমি সমূহে উমারা এবং উলাত (ওয়ালী এর বহুবচন)-গণকে প্রেরণ, বিভিন্ন দলের বাইয়াহ প্রদান, সমসাময়িক বিশ্ব নীতির প্রতি এর শত্রুতা প্রদর্শন ও সম্ভবপর সকল পন্থায় তাদের সাথে জিহাদ চালানোর অভিপ্রায় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা- এই বিষয়গুলো হচ্ছে পরিষ্কার ইঙ্গিত যা এই বরকতময় খিলাফাহ'র বাস্তবতাকে প্রকাশ করে এবং তা আরও প্রকাশ করে যে, তা সাধারণ ইমামতের ব্যাপারে শর'ই উদ্দেশ্য সমূহকে অনুসরণ করে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইমাম ইব্রাহীম আল-বাদরী আস-সামাররাই (শায়খ আবু বকর আল-বাগদাদী –আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) এর সাথে কৃত বাইয়াহ চুক্তি -খিলাফাহ'র আদলে এবং তাকে মুসলিমদের খালিফাহ সম্বোধন করেই সম্পাদন করা হয়েছে এবং এই রাষ্ট্র তাঁর নাম এবং বিবরণ প্রদান করত তার প্রতি বাইয়াহ প্রদানের মুসলিমদের আহ্বান করে। ইমামতের বিষয়ের বৈধতা যাচাইয়ের পূর্বে বিষয়টির স্বচ্ছতাকে বিবেচনায় নিতে হবে, কারণ ইমামতের জন্য বাইয়াহ হচ্ছে সকল ধরনের চুক্তি সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, যার ক্ষেত্রে চুক্তির ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান থাকা, এর বাস্তবতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকা এবং এর শব্দিকতার স্পষ্টতা ব্যাপক গুরুত্ব রাখে। বাইয়াহকে বাণিজ্যিক চুক্তির মতো একটি চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করলে, যদি ইজাব (প্রস্তাব), কবুল (সম্মত হওয়া) এবং চুক্তি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকলে একটি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিও অবৈধ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে খিলাফাহ'র মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তা কতোটুকু জরুরী। আল-ক্বালক্বাসান্দী বলেন, "বাইয়াহ'র অর্থ হচ্ছে একটি চুক্তি ও ওয়াদা এবং তা বাস্তবিক অর্থে অনেকটা ব্যবসার মতই।" [সুব আল-আ'সা] ইবন আল-আছির একে "বাইয়াহ"বলে সম্বোধন করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "অপর পক্ষ (খালিফাহ) যা প্রস্তাব করেন তার বিনিময়ে তারা (বাইয়াহ প্রদানকারীগণ) তাদের আন্তরিক আনুগত্য এবং সুগভীর বিষয়াদির ব্যবসা (বিক্রয়) করেন।" [আন-নিশাইয়াহ] এবং আমরা সবাই এই ব্যাপারে অবগত যে, মোল্লা উমার খিলাফাহ'র বাইয়াহ'র জন্য আহ্বান করেন নি, না তিনি এর প্রয়োজনীয়তার অনুসারে কর্ম সম্পাদন করেছেন, বরং তিনি এটাকে তার বিবৃতি দ্বারা পরিষ্কার করেছে যে, এটা খিলাফাহ বা একটি সাধারণ ইমামত নয়, বরং তা একটি নির্দিষ্ট সীমানার ভিতর কাজ করে, যেমনটা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। তাহলে কেমন করে কেউ বলতে পারেন যে, মোল্লা 'উমার একজন খালিফাহ, যখন তিনি নিজে নিজেকে খালিফাহ হিসেবে নিয়োগ করেন নি?
কতো আশ্চর্য! কেমন করে এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে খিলাফাহ'র পদমর্যাদা ছিনিয়ে নেয়া যায়, যিনি দায়িত্ব-কর্তব্য সমূহকে মোকাবেলা করেছেন, তা পূর্ণ করেছেন এবং গুরুভার বহন করেছেন, অতঃপর তা এমন এক ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করা হয়, যে তা থেকে বিরত থেকেছে, তা থেকে দুরে সরে গেছে এবং এর শর্ত সমূহের বিরুদ্ধে কাজ করেছে?

একই ভাবে, আমরা উল্লেখ করতে ভুলবো না যে, যদিও মোল্লা 'উমার নিজেকে খালিফাহ হিসেবে বাইয়াহ দেয়ার আহ্বান করতেন, তদুপরি উলামাগণের ইজমা এবং শর'ই পরিষ্কার দলিলের ভিত্তিতে তা পরিত্যক্ত হতো –কারণ বৈধ খালিফাহ হওয়ার জন্য কোরাইশদের মধ্য থেকে হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সহীহ আহাদিস (হাদিসের বহুবচন) এবং সাহাবিগণের ঐক্যমত্যের কারণে তা পরিত্যাক্ত হতো এবং যারা এই মত হতে ভ্রষ্ট হয়েছে যেমন খারেজী, মু'তাজিলা, বেদাতী লোক এবং কিছু সাম্প্রতিক আলেম, যারা কোরাইশ ছাড়া খালিফাহকে সমর্থন করে, তাদের অস্বাভাবিক মতামত গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হতো না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "এই বিষয়টি (খালিফাহ হওয়ার বিষয়) কোরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এমনকি যদি তাদের মাত্র দুই ব্যক্তি বাকি থাক।" [আল-বুখারী এবং মুসলিম]। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, "এই বিষয় (খালিফাহ নির্বাচন) কোরাইশদের মধ্যেই থাকবে। আর কেউ এই ব্যাপারে বিরোধিতা করতে পারবে না কিন্তু (যে বিরোধিতা করবে) আল্লাহ তাকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবেন, যতক্ষণ তারা দ্বীনের সমর্থন করে।" [আল-বোখারী হতে বর্ণিত] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, "আইম্মাহ (ইমাম এর বহুবচন) কোরাইশদের মধ্য থেকে" [আন-নাসাই কর্তৃক বর্ণিত]।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ইমামতকে কোরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে, কোরাইশ নন এমন ব্যক্তির জন্য খালিফাহ হওয়া বৈধ না হওয়ার দলিল। তা না হলে, তা উল্লেখ করার কোন দরকার ছিলো না। বিপুল সংখ্যক উলামা পরিষ্কার দলিল এবং ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে কোরাইশী হওয়াকে ইমামতের শর্ত হিসেবে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। দিরারের মতামত –যে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সকলের জন্য তা বৈধ করেছে- তার মত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না, কারণ আস-সাক্বিফাহ'র দিনে যখন আনসারগণ সা'দ ইবন 'উবাদাহকে বাইয়াহ প্রদান করেন, তখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদিস দ্বারা প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেন যে, "আইম্মাহ কোরাইশদের মধ্য থেকে।" অতঃপর তারা তাদের দাবি ত্যাগ করলেন এবং একটি যৌথ নেতৃত্বের ধারণা থেকে ফিরে আসলো, যেমনটা তারা পূর্বে দাবি করেছিলেন যে, 'একজন আমির আমাদের পক্ষ থেকে আর একজন তোমাদের পক্ষ থেকে।' তারা এই হাদিসের সামনে নিজেদের সমর্পণ করলেন, সত্যকে

গ্রহণ করলেন এবং তাঁর (আবু বাকর –রাদিয়াল্লাহু আনহ এর) বক্তব্য, 'আমরা (কোরাইশরা) হচ্ছি নেতা এবং তোমরা (যারা কোরাইশ নও) মন্ত্রী' এর উপর খুশি থাকলেন। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'কোরাইশদের অগ্রাধিকার প্রদান করবে এবং অন্যদের তাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করবে না।' (খালিফাহ'র) শর্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করা জন্য এই সর্বজন গৃহীত দলিলের উপর কোন সন্দেহ প্রকাশ করার কোন উপায় নেই। আর এই ব্যাপারে কারও বিরোধিতা করারও কোন উপায় নেই।" [আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ]

ইবন হাজম আয-যাহিরী বিষয়টার উপর এই বলে অতি-গুরুত্ব প্রদান করে বলেন যে, যে লোক কোরাইশ বহির্ভূতদের জন্য ইমামতকে বৈধ করে সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করলো। তিনি বলেন, "আমরা 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার হতে মুসলিম এর সূত্রে বর্ণনা করেছি যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন 'এই বিষয়টি কোরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এমনকি যদি তাদের মাত্র দুই ব্যক্তি বাকি থাক।' এবং মুয়াবিয়া থেকে আল-বুখারীর সূত্রে যিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি 'এই বিষয় (খালিফাহ নির্বাচন) কোরাইশদের মধ্যেই থাকবে। আর কেউ এই ব্যাপারে বিরোধিতা করতে পারবে না কিন্তু (যে বিরোধিতা করবে) আল্লাহ তাকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবেন, যতক্ষণ তারা দ্বীনের সমর্থন করে। আমি বলি: ইবন 'উমারের বর্ণনা মুয়াবিয়ার বর্ণনার চেয়ে বেশি সর্বজনীন –যদিও তা তথ্য আকারে প্রদত্ত- তা সহীহ এবং সন্দেহাতীত। যদি কোরাইশ ছাড়া কাউকে নেতৃত্বে (ইমামত) অনুমোদন দেয়া হয়, তা হবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিসের অস্বীকার। যদি কেউ এরকম করে, তাহলে তা কুফর করলো। অতঃপর এটা প্রমাণিত যে, কোরাইশ ছাড়া কেউ নেতৃত্ব এবং খিলাফাহর দাবি করলেও, সে খালিফাহ বা ইমাম অথবা কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবে না। যে তাকে সাহায্য করবে এবং তার কর্তৃত্বকে অনুমোদন দিবে সে গুনাহগার এবং নিজের সীমানা অতিক্রম করত আল্লাহর প্রতি অবাধ্য এবং তা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জবান মোবারক দ্বারা নির্ধারিত।" [আল-মোহাল্লা]

সাধারণ ভাবে, এই বিষয়টি –ইমামের কোরাইশ হওয়া- যদিও সমসাময়িক কিছু উলামাগণ এর গুরুত্বকে হালকা করেছেন, কিন্তু পূর্বকার উলামাগন এই বিষয়কে আক্বিদাহগত একটি বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা বিদআতী লোকদের সাথে আহলুস সুন্নাহর পার্থক্য করে, আস-সাফারানী তাঁর কাব্যিক গবেষণামূলক গ্রন্থ "আদ-দুররাতুল মাদিয়্যাহ ফি 'ইক্বদিল ফিরক্বাতিল মারদিয়্যাহ" (অনুগ্রহপ্রাপ্ত দলের অক্বিদাহ'র ব্যাপারে উজ্জ্বল নক্ষত্র)-এর ইমামত বিষয়ক অধ্যায়ে এই বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেন:

"(খালিফাহ) এর শর্ত সমূহ হলো ইসলাম, (দাসত্ব) থেকে মুক্ত ব্যক্তি, সুস্থ শ্রবণ শক্তি, ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং জ্ঞানী হওয়া। জ্ঞানী হওয়ার সাথে, তিনি অবশ্যই কোরাইশদের মধ্য থেকে হবেন, বালেগ, হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন এবং ক্ষমতাধর।"

এই সব কিছুর ভিত্তিতে, আমরা বলি: মোল্লা 'উমার কোরাইশদের মধ্য থেকে নন এবং তা তালিবান ইমারতের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে প্রকাশিত তার জীবনীতে বর্ণনা করা আছে। যদি তিনি খিলাফাহ দাবি করতেন তাহলে তা অবৈধ করতে এর একটি প্রভাব থাকতো।

অন্যদিকে, শায়খ আবু বকর আল-বাদরী আস-সামাররাই আল-বাগদাদীর বংশ পরম্পরা শুধু কোরাইশে ফিরে যায় না, বরং তা নবী মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আহলে বাইতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। তা বিখ্যাত, সর্বজনবিদিত আর তা ইরাক এবং অন্যান্য জায়গার বংশ পরম্পরা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিশ্চিত কৃত। উদাহরণ সরূপ, বংশ পরম্পরা বিশেষজ্ঞ এবং "'আশা'ইর আল-ইরাক" (ইরাকের গোত্র সমূহ) বইয়ের লেখক বলেন, "আলবু বাদরী গোত্র: তাদের নেতা [লেখকের সমসাময়িক] ছিলেন উস্তাদ সা'ইদ আল-বাদরী। [তারপর তিনি উস্তাদ সা'ই এর তার দাদা বাদরী এর সাথে বংশ সূত্র বর্ণনা করেন এবং বলেন,] তাদের বংশ পরম্পরা ইমাম মোহাম্মদ আল-জাওয়াদ এর সাথে সম্পর্কিত। তারা সামাররার ভিতর বসবাস করতেন।" ['আশা'ইর আল-ইরাক: ৩৮৫ পৃষ্ঠা] মোহাম্মদ আল-জাওয়াদ হলেন আহলুল বাইতের বিখ্যাত হোসাইনী সদস্যদের মধ্য থেকে একজন। তিনি মোহাম্মদ আল-জাওয়াদ ইবন 'আলী আর-রিদা ইবন মুসা আল-খাদিম ইবন জা'ফার আস-সাদিক ইবন মোহাম্মদ আল-বাক্বির ইবন 'আলী জাইন আল-'আবিদিন ইবন আল-হোসেইন আশ-শাহীদ ইবন 'আলী ইবন আবি তালিব। তিনি ২২০ হিজরিতে মারা যান।

এক কথায়, এই আলোচনা আপনাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস, "যদি দুইজন খোলাফাহ'র কাছে বাইয়াহ দেয়া হয়, তাহলে দুইজনের দ্বিতীয় জনকে হত্যা করো," এবং অপর হাদিস, "প্রথম জনের বাইয়াহ পূর্ণ করো" [সাহীহ মুসলিম]- এই দুই হাদিস বুঝতে সাহায্য করবে এবং বর্তমানে জিজ্ঞাসিত পরিস্থিতির উপর এর প্রয়োগ করলে, এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না যে, বর্তমানে খালিফাহ একজনই এবং তিনি হলেন শায়খ আবু বকর ইব্রাহীম ইবন 'আওয়াদ আল-বাদরী আস-সামাররাই আল-হোসেইনী আল-কোরাইশী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)। তিনি হচ্ছেন এ জামানার ইমাম, যিনি শরীয়ত কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত এবং যোগ্যতার মাপকাঠিকে পূরণ করেন, যেখানে

মোল্লা ‘উমার সর্বোচ্চ ইসলামী ভূমি সমূহের একটির সাবেক আমির। যদি আমরা ধরে নেই যে, মোল্লা ‘উমার এখনো বেচে আছেন এবং সাম্প্রতিক ভ্রষ্ট বক্তব্য সমূহ তার নয়; তাহলে (মুসলিমদের) বক্তব্য এবং সৈন্য সারীকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ অনুসারে এক করার জন্য এবং ইমান, সুন্নাহ, ইমামত ও খিলাফাহ’র হুকুম সমূহের ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর সাহাবী এবং উম্মাহর সালাফগণের মানহাযের উপর একত্রিত হওয়ার জন্যে, এখন তার (মোল্লা ‘উমারের) এবং তার সাথে যারা আছেন তাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে খালিফাহকে মান্য করা, তার ইমামত মেনে নেয়া এবং তার কাছে নিজেদের বিষয়াদি সমর্পণ করা। যারা মোল্লা ‘উমার এবং তার ইমারাতের প্রতি বাইয়াহ প্রদান করেছেন তাদের সকলের জানা উচিৎ যে, তাদের বাইয়াহ এখন পূর্বের বাইয়াহ এর চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অধিক ওয়াজিব বাইয়াহ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তাদের জানা উচিৎ, তাদের এই দায়িত্ব পালন এবং সার্বজনীন ইমামের প্রতি বাইয়াহ ছাড়া তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বর্ণনা কৃত , “যারা বাইয়াহ ছাড়া মৃত্যুবরণ করল, তাদের মৃত্যু জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু”- ভয়ংকর পরিণামের এই হাদিসের ফলাফল থেকে রেহাই পাবে না। এই বাইয়াহ’র সামনে বাকি সকল বাইয়াহ দুর্বল আর হুকুম এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে ক্ষীণ। একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিৎ।

এখানে (এই ফাতওয়ায়) আরেক ধরণের লোকদের দাবির জবাব দেওয়াও বাঞ্ছনীয়, যারা দাবি করে খোরাসান এবং দূরবর্তী অন্যান্য জায়গার মোজাহিদিনদের উপর শায়খ আবু বকর আল-কোরাইশী আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) এর প্রতি বাইয়াহ প্রদান করা ওয়াজিব নয়। তাদের দাবি তাঁর শাসন এবং প্রভাব সেখানে পৌঁছায় নি।

এই দাবিও সঠিক নয়। এই সন্দেহ তারাই পুনরাবৃত্তি করে, যারা (দূরবর্তী স্থানে) প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সিরাহ সম্পর্কে জানে না। তারা ইসলামেরে খোলাফাহ, পূর্বের উমারাদের এবং তারা কিভাবে এই বিষয়টির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলে সে সম্পর্কে পড়াশোনা করে নি। এটা বলার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অন্যান্য এলাকা এবং দল সমূহের কাছে সর্বজনীন বাইয়াহ’র সংবাদ পৌঁছাই যথেষ্ট। এটা বিশেষ করে ঐ সকল দলসমূহের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, যাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব রয়েছে, সর্বজন সম্মত ফিকহি মূলনীতি, “ওয়াজিব পালনের জন্য যা যা প্রয়োজন হয়, সে সকল বিষয়ও ওয়াজিব হয়ে যায়”-এর কারণেই তা হয়। যদি অন্যান্য দলসমূহের একত্রিত হওয়া ছাড়া এক ইমামের অধীনে এক হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে অন্যান্য সকল দলের এক বড় জামাতের অধীনে জমায়েত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। এই কারণেই আল-মাদিনাহ’র বানু সাইদাহ’র সাকিফাহতে যখন আবু বকর আস-সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহ) এর কাছে বাইয়াহ প্রদান করা হয়, তখন এই বাইয়াহ’ই বাকি আরব উপদ্বীপবাসীদের জন্য বাইয়াহ প্রদানকে ওয়াজিব করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, যদিও তাঁর শক্তি এবং ক্ষমতা তখনো তাদের কাছে পৌঁছায়নি।

এই কারণে, যখন আরবরা ইসলাম থেকে ধর্মত্যাগ করলো এবং আরব উপদ্বীপের দূরবর্তী কিছু অংশ আবু বকর আস-সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহ) এর ক্ষমতার বাহিরে থেকে যায়, তখন এটা তাদের জন্য কোন ওজর হিসেবে গণ্য হয় নি যে, তারা তার আনুগত্য এবং বাইয়াহ পরিত্যাগ করে। উদাহরণ সরূপ জুয়াথা শহরের কাহিনী । “[আল-মাদিনাহ’র পর] সত্যের উপর এই শহর [জুয়াথা], মক্কা আর তায়েফ ছাড়া আর কোন শহর দৃঢ় ছিলো না। ইবন ‘আব্বাস এর সূত্রে আল-বুখারীর বর্ণনা অনুসারে, রিদ্দার পর এই শহরই ছিলো প্রথম শহর যেখানে জুম্মার সালাত আদায় করা হয়। মুরতাদরা তাদের ঘেরাও করে এবং সীমানা আটকে দেয়, এমনকি তাদের পর্যন্ত খাবার পৌঁছে দেয়াও বন্ধ করে দেয়। অতঃপর তারা মারাত্মক অনাহারে দিনানিপাত করে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেন। তাদের মধ্য থেকে বানু বাকর ইবন কিলাব গোত্রের ‘আব্দুল্লাহ ইবন হাদাফ নামক এক লোক চরম খোদায় ভোক্ত হয়ে কিছু কবিতা বলে:”

“কোন বার্তা বাহক কি আবু বকর এবং আল-মাদিনাহ’র যুবকদের এই বার্তা পৌঁছাবে না? আপনারা কি একদল মহান লোককে সাহায্য করতে আসবেন না যারা অবরুদ্ধ এবং জুয়াথে বসে আছে? তাদের রক্ত প্রতিটি পাহাড়ের গিরিপথে সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোর মতো অবলোকন কারীদের চোখকে অন্ধ করছে। আমরা আর-রাহমানের উপর ভরসা করেছি এবং আমরা দেখেছি যে, যারা তাঁর উপর ভরসা করে তাদের প্রতি সবর (ধৈর্য) অবতীর্ণ হয় ।” [আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ]

সিরাত, ইতিহাস আর ইমামতের হুকুমের ব্যাপারে পড়াশুনা কারীদের কাছে এটা সর্বজনবিদিত যে, যদি কোন ভূমিতে একজন খালিফাহকে বাইয়াহ প্রদান করা হয় এবং তিনি অন্যান্য অঞ্চল এবং ভূমিতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তাহলে খালিফাহ’র প্রতিনিধি ঐসব এলাকায় পৌঁছাই ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর খালিফাহকে মান্য করা এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করাকে ওয়াজিব করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এমনি কি যদি খালিফাহ লোকদের তাঁর আদেশ মানানোর জন্য বা বল প্রয়োগ করে তা করানোর জন্য কোন সৈন্যদল প্রেরণ নাও করেন। উলাইয়াহ খোরাসানের চিত্র ঠিক তাই, সেখানে আমিরুল-মু’মিনিন ওয়ালী নিয়োগ করেছেন এবং সেখানে তাকে দায়িত্বশীল করেছেন।

এর দলিল হচ্ছে, যখন আমিরুল-মু'মিনিন 'আলী ইবন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহ) খিলাফাহ'র দায়িত্ব নেন, তিনি অন্যান্য এলাকায় তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে তিনি শামে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং তখন শাম বাসির উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা ছিলো না। নিঃসন্দেহে, তারা তাদের আমিরকে নিয়ন্ত্রণ নিতে এবং তাদের উপর ক্ষমতাশালী হতে বাধা প্রদান করে বিভাজন এবং অনৈক্যের পাপে পাপী হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, { আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। }[আল 'ইমরান: ১০৩]

যখন ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া মৃত্যুবরণ করেন, আমিরুল মু'মিনিন ইবন আয-যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহ) লোকেদের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মক্কায় তাকে বাইয়াহ প্রদান করা হয়। দামেস্ক ছাড়া অন্যান্য সকল অঞ্চল তার বশ্যতা মেনে নেয়। অতঃপর, যারাই তাকে অমান্য করেছিলো এবং তাঁর বিরোধিতা করেছিলো তারা (মুসলিমদের) জামাত হতে বের হয়ে গেলো এবং বিদ্রহীতে পরিণত হলো এবং উলামাগণ এ বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে অনুমোদন করেছেন। ইবন কুদামাহ বলেন, "'আব্দুল-মালিক ইবন মারওয়ান ইবন আয-যুবাইরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করে তাঁর ভূমি এবং জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ নেয়।" [আল-মুগ্বনী]

সবশেষে, আমরা খোরাসানের জনগণকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশ মান্য করার জন্য, (মুসলিমদের) বক্তব্য এবং সৈন্য সারীকে এক করার জন্য এবং মুসলিমদের খালিফাহ'র কাছে বাইয়াহ প্রদান করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা তাদের আরও আহ্বান জানাচ্ছি, ভ্রষ্ট অভিলাষ -যা এই মহৎ কাজ থেকে দুরে সরিয়ে দেয় এবং হৃদয় আর আত্মাসমূহে সন্দেহের ছুড়ে দেয়- থেকে নিজেদের দুরে রাখতে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক সুসংবাদ কৃত খিলাফাহকে পরিত্যাগ করে, ক্রুসেডার আর মুরতাদদের মধ্য থেকে আমাদের শত্রুদের আমাদের বিরুদ্ধে সহায়তা না করতে। আজ আমরা দুনিয়ার তাবৎ ক্রুসেডার, মুরতাদ শক্তি এবং তাদের মিত্রদের মুখোমুখি এবং তাদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করার ব্যাপারে সাবধান কর হোক:

{যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয় । নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।} [আল-বাক্বারাহ: ২৪৬-২৪৭]

এবং আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা) সরল পথ প্রদর্শন করেন।

শায়খ শাহীদুল্লাহ শাহীদ (শায়খ মাক্ববুল), খোরাসান থেকে প্রথম দিকে বাইয়াহ প্রদান কারী মোজাহিদদের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তাঁকে শহীদদের মধ্যে কবুল করুন।